জাতিসংঘ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০০৮

জাতিসংঘের ৬৩তম বর্ষে আমি "জাতিসংঘ দিবস" উদযাপনে আপনাদের সাথে একাত্নতা ঘোষণা করছি।

জাতিসংঘের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপুর্ণ বছর। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত বিশ্ব গঠনে আমাদের সবার স্বপ্ন - সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে মাঝপথ অতিক্রম করেছি মাত্র। আমরা অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে আরও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি যে একবিংশ শতব্দীর হুমকীগুলো থেকে কেউ নিস্কৃতি পাবে না। জলবায়ুর পরিবর্তন, রোগ ও মারণাস্ত্রের বিস্তার এবং সন্ত্রাসবাদের উর্ধ্বগতি - এর কোনটিই সীমানা রেখা মেনে চলছে না। আমরা যদি বিশ্বের সবার মঙ্গল এগিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই বিশ্ব জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্বের অনেক দেশ এখনও ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যসমুহ অর্জনের পথে ঠিকভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। আমি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট নিয়েও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বিশ্ব নেতৃত্ব ও অংশীদ্বারিত্ব এর আগে এতো গুরুত্বপুর্ণ ছিল না।

এটাই সেপ্টেবরে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে আমাদের সাফল্যকে আগের চেয়ে বেশি স্মরনীয় করে তুলেছে। পরিবর্তন আনতে আমরা সরকার, সিইও এবং সুশীল সমাজকে একত্রিত করে ব্যাপক সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিশ্বে দরিদ্র জনগোষ্টিকে সাহায্য করার আবেদন ও অংশীদ্বারিত্বের নজিরবিহীন অংগীকার করাতে সক্ষম হয়েছি।

চূড়ান্ত হিসাব এখনও বাকি, তবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে ১৬ বিলিয়ন ডলারেও বেশি অর্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

লক্ষ্যে পৌছানোর উপায় হল অংশীদ্বারিত্ব গড়ে তোলা। শুধু ম্যালেরিয়ার অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে দেখুন। যে রোগে প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একটি করে শিশু মারা যেত বৈশ্বিক ম্যালেরিয়া কার্যক্রমের ফলে আমরা আজ তা নিয়ন্ত্রনে সক্ষম হয়েছি। সংশি-ষ্ট দেশের পরিকল্পনা, ব্যাপক আর্থিক সহায়তা, বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধন ও উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিস্কারের মাধ্যমে এটা সম্ভব হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবিলা করতে পোজনান ও কোপেনহেগেন সম্মেলনে আমরা যে মডেল উত্থাপন করতে যাচ্ছি, সহস্রাব্দ উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষ্যগুলো অর্জনেও আমাদের এরুপ মডেলের প্রয়োজন।

আসুন আমরা এভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রশস্ত করি। কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই। জাতিসংঘকে অবশ্যই একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও উন্নততর বিশ্বের ফলাফল সবার কাছে পৌছে দিতে হবে। জাতিসংঘ দিবসে আমি সব অংশীদ্বার ও নেতৃবৃন্দকে তাদের সাধ্যমত কাজ করার ও অঙ্গীকার পুরণ করার আহ্বাণ জানাই।

* ** *